সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

# শ্রম দপ্তর

## শ্রম আইন-এক নজরে


লেবার কমিশনারেট

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৬, চার্চ লেন, চতুর্থ তল, কলকাতা-৭০০ ০০১

ফোন- (০৩৩) ২২৪৮ ৫৭২১

হেল্প লাইন-১৮০০ ১০৩ ০০০৯

● ন্যূনতম মজুরী আইন ১৯৪৮

রাজ্য সরকার ৬১ টি বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী ধার্য করেছেন। এলাকা বিশেষে ঐ মজুরীর অনুপাত পাল্টায়। সাধারণতঃ বছরে দুই বার জানুয়ারি ও জুলাই মাসে মজুরীর হার পরিবর্তিত হয়। ন্যূনতম মজুরী কম পেলে একজন শ্রমিক তার প্রাপ্য টাকার জন্য মামলা করতে পারেন। এই মামলায় দোষী প্রমানিত হলে মালিকদের দশগুন পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

● মজুরী প্রদান আইন ১৯৩৬

এই আইনে শ্রমিককে প্রতি মাসে মজুরী ১০ তারিখের মধ্যে দিতে হবে এবং নির্ধারিত কিছু ক্ষেত্র ছাড়া মজুরী থেকে কোন টাকা বাদ দেওয়া যাবে না।

● গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন ১৯৭২

চাকুরীর শেষে গ্র্যাচুইটি হিসাবে এককালীন অর্থ প্রদান এই আইনের উদ্দেশ্য। সংস্থাতে ১০ অথবা অধিক কর্মী থাকলে এবং অন্ততঃ ৫ বছর কর্মরত থাকলে চাকরীর শেষে গ্র্যাচুইটি পাওয়া যাবে। কর্মচারী মোট যত বছর কাজ করেছেন বছর প্রতি ১৫ দিনের মজুরী হিসাবে গ্র্যাচুইটি পাবেন। একমাসের মধ্যে গ্র্যাচুইটি না পেলে মালিকপক্ষ সুদ দিতে বাধ্য থাকবেন। প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি না পেলে শ্রমিক অথবা কর্মচারী শ্রম কমিশনার অফিসে নির্দিষ্ট ফর্মে দরখাস্ত করতে পারেন।

● শিল্প বিরোধ আইন ১৯৪৭

বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের মধ্যে উদ্ভূত শ্রমবিরোধের নিষ্পত্তির জন্য প্রণিত আইন। যেকোন ট্রেড ইউনিয়ন বা মালিকপক্ষ তাদের শ্রমসংক্রান্ত বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এই আইনের দারস্ত হতে পারেন। ব্যক্তি শ্রমিক ছাঁটাই বা বরখাস্ত সমস্যার সুরাহার জন্য এই আইনের সাহায্য নিতে পারেন।

● ট্রেড ইউনিয়ন আইন ১৯২৬

ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিবন্ধীকরণের জন্য প্রণীত আইন। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আবশ্যিকভাবে নিবন্ধীভূক্ত করতে হবে এবং এই আইনে বর্ণিত নিয়মগুলি মেনে নিতে হবে।

● ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়মেন্ট (স্ট্যান্ডিং অর্ডার) আইন ১৯৪৬

কোন শিল্প সংগঠনে পঞ্চাশ জনের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকলে তাদের পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে শিল্প সংস্থায় কার্যকরী করা হয়।

● বোনাস প্রদান আইন ১৯৬৫

কোন সংস্থায় দশ জনের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকলে এই আইনটি প্রযোজ্য হয়। সংশ্লিষ্ট সংস্থায় কোন শ্রমিক বছরে কমপক্ষে ৩০দিন নিযুক্ত থাকলে সে তার বার্ষিক বেতনের ৮.৩৩% থেকে ২০% পর্যন্ত বার্ষিক বোনাস পেতে পারে।

● পশ্চিমবঙ্গ দোকান ও সংস্থা আইন ১৯৬৩

দোকান ও সংস্থার কর্মচারীদের সুরক্ষা এই আইন এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই আইন অনুযায়ী প্রতিটি দোকান এবং সংস্থাকে শ্রমদপ্তর থেকে নিবন্ধীকরণ করতে হয়। দোকান কর্তৃপক্ষ

প্রতিটি শ্রমিককে একটি নিযুক্তিপত্র দিতে বাধ্য থাকবেন। প্রতিটি শ্রমিক দিনে সর্বোচ্চ ৮½ঘন্টা এবং প্রতি সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টা কাজ করবেন। এর থেকে অতিরিক্ত সময় কাজ করলে তিনি ওভারটাইম পাওয়ার যোগ্য হবেন। দোকান এবং সংস্থায় নিযুক্ত শ্রমিক সপ্তাহে দেড় দিন নিরবিচ্ছিন্ন ছুটি পাবেন। এছাড়াও প্রতিটি শ্রমিক ১০ দিন নৈর্বত্তিক ছুটি , ১৪ দিন অর্জিত ছুটি, অসুস্থতার কারনে ৭ দিন পূর্ণ মজুরী সহ ছুটি অথবা ১৪ দিন অর্ধেক মজুরী সহ ছুটি প্রাপ্য হবে।

- সমমজুরী আইন ১৯৭৬

এই আইনে একই কাজের জন্য পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক একই মজুরী পাবেন।

- শিশু শ্রমিক (নিষেধ ও নিয়ন্ত্রন) আইন ১৯৮৬

এই আইন অনুযায়ী ১৪ বছরের কম বয়সী কোন শিশুকে কোন বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির ২ বছরের জেল ও ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

- ঠিকা শ্রমিক আইন ১৯৭০

প্রধান নিয়োগকারীর কাছে ঠিকাদার কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় এই আইনটি প্রণীত হয়েছে। ১০ বা তার অধিক ঠিকা শ্রমিক নিযুক্ত হলে প্রধান নিয়োগকর্তা এবং ঠিকাদারকে বাধ্যতামূলকভাবে এই আইন অনুসারে নিবন্ধীকরণ করতে হবে। এছাড়া প্রধান নিয়োগকর্তা এবং ঠিকাদার সংস্থা উভয়েই ঠিকা শ্রমিকদের পরিচ্ছন্ন কাজের পরিবেশ, সুরক্ষা ও সুযোগ সুবিধা দিতে বাধ্য থাকবেন।

- প্ল্যান্টেশন লেবার আইন ১৯৫১

চা এবং সিঙ্কোনা বাগিচা-র বাধ্যতামূলক নিবন্ধীকরণ এবং বাগিচায় নিযুক্ত শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য এই আইনটি প্রণীত হয়েছে।

- মোটর পরিবহন শ্রমিক আইন ১৯৬১

কোন সংস্থায় ৫ বা তার অধিক মোটর শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত থাকলে আইনটি প্রযোজ্য হয়। এই আইনে মোটর শ্রমিক কর্মচারীরা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেমন বিশ্রামাগার, ক্যান্টিন এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন। এছাড়া শ্রমিকরা সপ্তাহে ৪৮ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতে পারেন এবং সপ্তাহে ১দিন ছুটি পেতে পারেন। এই আইনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাটিকে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধীভুক্ত করা হয়।

- বিড়ি ও সিগার কর্মী (কর্মসংস্থান শর্তাবলী) আইন ১৯৬৬

বিড়ি এবং সিগারেট প্রস্তুতকারী সংস্থায় ১০জনের বেশী শ্রমিক নিযুক্ত থাকলে এই আইনটি প্রযোজ্য। এই আইনবলে প্রস্তুতকারী সংস্থাকে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধীকরণ করতে হয় এবং শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেমন ক্যান্টিন, ড্রেস প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগসুবিধা পেতে পারেন। এছাড়া সপ্তাহে ৪৮ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতে পারেন, সপ্তাহে ১দিন ছুটি পেতে পারেন এবং কুড়িটি কর্ম দিবসের জন্য ১টি অর্জিত ছুটি পেতে পারেন।

- ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট আইন ১৯৫৫

সংবাদ মাধ্যমে নিয়োজিত সাংবাদিক এবং অসাংবাদিক কর্মচারীদের বিভিন্ন সুবিধা

প্রদানের জন্য এই আইনটি প্রণীত হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী সাংবাদিক এবং অসাংবাদিক কর্মচারীদের বেতন নির্ধারিত হয় ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী। এছাড়াও তাদের গ্র্যাচুইটি, ছুটি, অর্জিত ছুটি, সাপ্তাহিক ছুটি এই আইন অনুসারে নির্ধারিত হয়।

● সেলস প্রমোশন আইন ১৯৭৬

সেলস প্রমোশনে নিযুক্ত কর্মচারীগণ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেমন নিয়োগপত্র প্রদান ছুটি অর্জিত ছুটি, প্রভৃতি এই আইন অনুসারে পেয়ে থাকেন।

● ইন্টার স্টেট মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাস আইন ১৯৭৯

যেকোন সংস্থায় ৫ বা ততধিক আন্তঃ রাজ্য শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত থাকলে এই আইনটি প্রযোজ্য হয়। এই আইন অনুসারে এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে আগত শ্রমিকদের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তিকরণ এবং তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যথা- মজুরী, চিকিৎসার ও বাসস্থানের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি নির্ধারিত হয়। উক্ত শ্রমিকদের প্রধান নিয়োগকর্তা এবং ঠিকাদারগণকে বাধ্যতামূলকভাবে এই আইন অনুযায়ী নিবন্ধীকরণ করতে হয়।

● পশ্চিমবঙ্গ হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স আইন ১৯৭৪

যেকোন শিল্প সংস্থায় ২০জনের বেশী শ্রমিক নিযুক্ত থাকলে এই আইনটি প্রযোজ্য হয়। এই আইন অনুসারে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক কর্মচারীগণ মাসে তার মূল বেতনের ৫শতাংশ হারে বাড়ি ভাড়া বাবদ ভাতা পেয়ে থাকেন।

● পশ্চিমবঙ্গ সাবসিস্টেন্স অ্যালাউন্স আইন ১৯৬৯

যেকোন সংস্থায় পূর্বে নিযুক্ত এবং আধুনা নিলম্বীকৃত (Suspended) কর্মচারীরা তাদের সাসপেনশনের প্রথম ৩মাস মাসিক বেতনে ৫০শতাংশ হারে এবং তারপর ৭৫শতাংশ হারে ভাতা পেয়ে থাকেন। এই ভাতার কার্যকাল থাকে তাদের সম্পূর্ণ সাসপেনশনকাল অবধি।

● মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন ১৯৬৫

যেকোন শিল্প সংস্থায় বা সংস্থায় যেখানে ১০জনের বেশী শ্রমিক নিযুক্ত আছে সেখানে এই আইনটি প্রযোজ্য। এই আইন অনুসারে একজন মহিলা গর্ভাবস্থায় সন্তান জন্ম গ্রহণের পূর্বে ও পরে ৬সপ্তাহ করে সবেতন ছুটি পেয়ে থাকেন।

● পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন ১৯৭৪

এই আইন অনুসারে বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় নিযুক্ত শ্রমিকগণের জন্য একটি কল্যাণমূলক তহবিল গঠন করা হয়। উক্ত তহবিল থেকে নিবন্ধীভূক্ত শ্রমিক ও তার পরিবারকে বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এই তহবিলে প্রতিটি নিয়োগকারী প্রতি ছয় মাসে শ্রমিক পিছু ছয় টাকা দিয়ে থাকেন। প্রতিটি শ্রমিক উক্ত ছয় মাসে তিন টাকা প্রদান করে থাকেন।

● ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক আইন ১৯৯৬

নির্মাণ ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও কল্যাণের জন্য এই আইন প্রণীত হয়েছে। এই আইনে প্রতিটি নির্মাণ সংস্থা যেখানে ১০ বা অধিক শ্রমিক নিযুক্ত, শ্রমদপ্তর থেকে নিবন্ধীকরণ করবেন এবং শ্রমিকদের আইন অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা দিতে বাধ্য থাকবেন। প্রতিটি নির্মাণ সংস্থাকে কাজের মোট মূল্যের ১% সেস দিতে হবে।